19

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 18 AUG 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

সর্বাধুনিক নকল

বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে করেছে সহজ, সাবলীল এবং আরামপ্রদ। এই আরামের ছোঁয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম সমস্যা নকল প্রবণতাতেও লেগেছে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে এ কাজে। আগে নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যন্ত কষ্ট করে ছোট ছোট অক্ষরে টুকরো কাগজে নকল লিখতে হতো অথবা বইয়ের পাতা ব্লেড দিয়ে কেটে এ কাজের উপযোগী করে নিতে হতো। তারপর এই নকলবাজ ছাত্রদের সুবিধার্থে বিশেষতঃ তাদের মূল্যবান সময়, শ্রম ও মেধার অপচয় রোধে [যা তারা ব্যয় করে নোংরা ছাত্র-রাজনীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং আড্ডাবাজিতে] বাজারে এলো টেকনিক গাইড। যা আমাদের নকলবাজ ছাত্র-ভাইদের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। কিন্তু মানুষের চাওয়ার শেষ নেই, সে যতই সুবিধা ভোগ করুক না কেন, আরও অধিক সুবিধা কিসে পাওয়া যাবে, তার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। আর এ নকলবাজরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই তারা তাদের নকলের কাজে সুবিধার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার ফটোস্ট্যাট মেশিনের ব্যবহার শুরু করেছে। বড় থেকে ছোট করা যায় এমন মেশিনের সাহায্যে বড় বড় প্রশ্নসমূহকে কম্পিউটারের মাইক্রো ফিল্ম-এর মতই ছোট ছোট কাগজে তুলে নিচ্ছে এবং পরীক্ষার হলে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করছে। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে চাঁদপুর শহরসহ সারাদেশে অসংখ্য ফটোস্ট্যাট ব্যবসায়ী এ ধরনের নকল বিক্রি করে দিব্যি আরামে ব্যবসা করে যাচ্ছে। এতো সুবিধা পাওয়ায় ভালো ছাত্ররাও নকলবাজদের দলে ভীড় জমাচ্ছে। যে শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড বলে বিবেচিত হয়, এই নকলবাজি আস্তে আস্তে সে শিক্ষারই মেরুদণ্ড ভেংগে দেবে। আমরা এর প্রতিকারে ছাত্রসমাজ এবং সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ত্বরিত হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

—কামাল, রুমা,
চাঁদপুর সরকারী কলেজ,
চাঁদপুর।